দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 1 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের বছর

□ স্টাফ রিপোর্টার

মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও সমমান শিক্ষার একই মান নিশ্চিত করেছে এ সরকার। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, কর্মমুখী ও যুগোপযোগী করতে নানা প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ করছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা পরিবার। আর শিক্ষা উন্নয়নের সার্বিক বাস্তবায়নের কাজের সাফল্যতার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তারই প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায়, উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে মাদরাসা শিক্ষায়।

শিক্ষামন্ত্রীর প্রচেষ্টায় উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে মাদরাসা শিক্ষায়

শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০১১ সালের বছরটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৯-১০ সালের চেয়ে ২০১১ সালের অনুষ্ঠিত এসএসসি, এইচএসসি, জেএসসি ও জেডিসি এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে

পৃ ২৩ ক ১

২০১১ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের নিয়মনীতিভাবে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসগুলো বন্ধ করতে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করেছে। এখনও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রেড এলার্ট জারি বহাল রাখা হয়েছে। সরকার এবছর নতুন শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে ২২ কোটি ১৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ কপি ছেপেছে। মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে প্রায় ১ হাজার ২২১ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। এর একটি হচ্ছে 'নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পে প্রায় ৭৩৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ১ হাজার একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। অপরদিকে ৪৮২ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে 'মাদরাসা শিক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উপবৃত্তি এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি উন্নয়ন করা হবে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মাদরাসা উন্নয়নে এ সরকারই কাজ করছে।

গত এক বছর আরো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিরত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে ৮০টি সরকারি বালক-বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট কাটাতে ১ হাজার ৯৩৭ জনকে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এদিকে ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধমান ভর্তির চাপ কমাতে সরকারিভাবে নতুন করে ৭১১টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৬ সরকারি কলেজ নির্মাণ ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে ৩০৬টি মডেল হাইস্কুল নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতাধীন তিনটি বিদ্যালয়ের কাজ চলছে। সরকারের উদ্যোগে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদরাসা এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় ১শটি মাদরাসায় চালু করেছে ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্সসহ সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদরাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে এ প্রথমবারের মতো ৩১টি মাদরাসায় ৪ বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী একটি পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিদ্যমান ভোকেশনাল কোর্স মিলিয়ে মোট ৭৯৫ নতুন কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শতাধিক স্কুলে মধ্যে দুপুরের খাবার ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৭৮ লাখ টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্টের (এসইএসপি) মাধ্যমে দেশের ৫৬টি জেলাধীন ৩০৫টি উপজেলার স্কুল-মাদরাসা অতিদরিদ্র ৫৪ লাখ ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করছে। উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে মনিটরিং করতে এ প্রকল্পের অধীনে ২৮৬টি উপজেলা মাধ্যমিক অফিসের জন্য ২৮৬টি মোটরসাইকেল বিতরণ করা হয়। সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর মাধ্যমে প্রায় ২৩ কোটি ১৫ লাখ টাকার উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ১২২টি উপজেলায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব ক্লাসের শিক্ষকদের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি ঘণ্টায় ১৭৫ টাকা হারে সম্মানি দেয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পে অধীনে স্কুলগুলোতে ৬ লক্ষাধিক এসএসসি/দাখিল পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি ও গণিতের অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হয়। এতে করে এ বছর এসএসসির ফলাফলে ইংরেজি ও গণিতে পাসের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক পাসের হার

এর উপরে উঠেছে। এছাড়াও নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকার ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৭৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্নাতক পর্যায়ে সারাদেশের প্রায় ৯২ হাজার ছাত্রীকে উপবৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়তার জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ভর্তির হার ২৩ শতাংশে উন্নীত হবে।

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেমন- অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে, বিবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমে অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে। তাছাড়া মোবাইল ফোনের এসএমএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের জানুয়ারিতেই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া, বছরের প্রথম দিন থেকে ক্লাস শুরু, পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনা, দ্রুততম সময়ে ফল প্রকাশ, পরবর্তী ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত ও দ্রুততর করার মাধ্যমে বর্তমান সরকার একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের সময় বাঁচিয়ে সেশনজট হ্রাস করেছে, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে এসেছে শৃঙ্খলা। এ সরকারের আমলে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম বিটিভি'র মাধ্যমে প্রচার করার হচ্ছে। ভিশন ২০২১-কে সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে সকল রকম শিখন-শেখানো সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইটে মাধ্যমিক স্তরের ৫০টি বাংলা ভার্সন ও ২৬টি ইংরেজি ভার্সন এবং প্রাথমিক স্তরের ৩৩টি পাঠ্যপুস্তক আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ১০৬টি পাঠ্যপুস্তক-এর ই-বুক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। তেমনি সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ঢাকা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার রাঙামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। এছাড়াও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।